স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪

□ প্রকাশনায়: স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় □সহযোগিতায়: তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ ফাল্গুন ১৪৩০
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনতার মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় শাসনের বিধানের আলোকে নাগরিক সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঙ্খিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন এই পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন।

আমি আশা করি, জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে স্থানীয় সরকার ও সাধারণ জনগণের মেলবন্ধন হবে আরও দৃঢ় এবং সেবাপ্রাপ্তি সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই বৈশ্বিক আবহে স্থানীয় সরকারকে হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মসম্পাদনে সদা তৎপর। মাটি ও মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে আরও নিবিড় সম্পর্ক। আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তিতে অধিকতর দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উদ্‌যাপন স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য একটি বড় অর্জন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং অধিকতর জনমুখী ও স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এবার প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে **"স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার"**।

'শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি' এ প্রত্যয় সামনে রেখে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও স্মার্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাস করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর'সহ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

এ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীজন বা সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে সেবা সহজীকরণ সম্ভব হবে। সর্বোপরি 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উদ্‌যাপনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র সুসংহতকরণ, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ও সেবা প্রদানের পথ সুগম হবে।

বর্তমানে ৪৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬১ টি জেলা পরিষদ, ১২ টি সিটি কর্পোরেশনসহ সর্বমোট ৫৪৭৭ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬৭,০০০ জনপ্রতিনিধি এবং ৫ লক্ষের অধিক জনবল জনগণকে সেবা প্রদান এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সম্পৃক্ত রয়েছে। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা সহজীকরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বারের মত 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উদ্‌যাপন কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব, সক্ষমতা, জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' এ স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার, চট্টগ্রাম

সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্ল্যান্ট

আলোকিত ও সবুজ রাজশাহী মহানগর

স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

স্মার্ট ও নাগরিক বান্ধব স্থানীয় সরকার বিনির্মাণে সরকারের অঙ্গীকার

- মনোজ কুমার রায়, মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

'শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি' এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম উন্নয়ন অঙ্গীকার। সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে স্মার্ট ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় চাহিদা অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্ধারণী এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যক্রমকে সহজ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিপূরক হিসাবে বিশ্বের সকল দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে দৃশ্যমান করে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ও প্রান্তিক জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সেতুবন্ধন রচনা করে। তাই, দেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো, বৈষম্যহীন শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নততর নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে চাই কার্যকর স্থানীয় সরকার।

স্বাধীনতার পরপরই দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৫৯ ও ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা ও জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এ কাঠামো আরও কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ লাভ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এখন কেবল ত্রাণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা, স্থানীয় যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নজরদারি করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ, সরকারি সম্পত্তির হেফাজত, স্থানীয় জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা এমনকি নগর পরিবহন ব্যবস্থা পরিবীক্ষণসহ নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের বহুবিধ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। করোনা অতিমারির সময় নাগরিকের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং নাগরিক সেবা সচল রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নাগরিকসেবা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা প্রদর্শনের ফলে এবং জনগণের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নাগরিকদের প্রত্যাশাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকান্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকার ফলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধাদি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কাভারেজ ৩৯.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে; শহর অঞ্চলেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানি এবং প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা ভোগ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের যথাযথ নীতি সহায়তা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকার ফলেই এ সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নীতিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। এ লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ প্রণয়নসহ এবং আরও ১৪টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইনটির অধিকতর সংশোধনের কাজ চলমান আছে। ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ (কর) বিধিমালা হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচারিক সেবা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। গ্রাম আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এ আইনের অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- উপজেলা পরিষদের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও গতিশীল রাখার লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ২০২২ প্রণীত হয়েছে।
- জেলা পরিষদকে আরও বেশি গণমুখী করার লক্ষ্যে জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে জেলা পরিষদে নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের জনবল কাঠামোর সম্প্রসারণ করে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২২ এবং বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলের (এডিপি) আওতায় জেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বণ্টন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পরিকল্পিত নগরায়ন এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ২৫৫টি পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও পয়ঃবর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে পৌরসভা পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এবং পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় পৌরসভার অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বর্ধিত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বিগত ১৫ বছরে নতুন ৫টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা ১২টি। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সকল সিটি কর্পোরেশনে নগর অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাষণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, আলোকিতকরণ, পার্ক, জলাধার ও পরিবেশ সংরক্ষণ, নগর বিনোদন, পরিচ্ছন্নতা, মশক নিধন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ বহুবিধ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ওয়াসার আওতায় পানি শোধনাগার, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা নির্মাণের লক্ষ্যে অনেকগুলি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড ও সহজীকরণ করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নাগরিকগণকে পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাষণের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে উন্নততর সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দেশের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আধুনিক, সহজ ও নিরাপদ করতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নিবন্ধন কার্যক্রমের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ ৬গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন করা হয়েছে। কাঠামোগত নকশা উন্নতকরণ ও প্রয়োজনীয় স্টাডির মাধ্যমে নৌচলাচলে নাব্যতা নিশ্চিতকরণসহ ব্রিজ, সড়ক, কালভার্টের গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার ফলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। সারাদেশে বিপুল সংখ্যক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ নানাবিধ অবদান ও সাফল্যের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং গ্রামীণ ও পৌর স্যানিটেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও পানি সংরক্ষণে অনেকগুলো প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখাসহ নানাবিধ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের জন্য অনেকগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দ্রুত জনগণের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং শাসন কার্যক্রমে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত নিম্নরূপ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিসর অধিকতর বৃদ্ধি করা;
- কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে ন্যায্য ও দক্ষ রাজস্ব বিভাজন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা;
- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন অধিকতর স্পষ্ট করা;
- স্থানীয় সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও প্রকল্প বস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, সাইক্লোন শেল্টার ইত্যাদির অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহত রাখা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা;
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও উন্নত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে নগরের বিদ্যমান পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা শতভাবে উন্নীত করা;
- গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো স্থাপন এবং প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা;
- সমগ্র বাংলাদেশে খাল, নদী, পুকুর, ডোবা, হাওর, বাঁওড়সহ সকল জলাশয় খনন করে জলাধারগুলো উন্নত করা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বিতীয়বারের মতো স্থানীয় সরকার দিবস উদ্‌যাপন করছে। এ বছর স্থানীয় সরকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: **'স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার'**। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে স্মার্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিকের সেবার অধিকার সুনিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ ফাল্গুন ১৪৩০
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

"স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার"-এই প্রতিপাদ্য ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো 'জাতীয় স্থানীয় দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে, যা আমাদেরর জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই শুভক্ষণে আমি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সদস্য এবং এদেশের জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ দিবসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক এবং বিপুল কার্যক্রমে তৎপর ও নিবেদিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি রচিত হয়, যা তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিভাত করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অন্যতম পরিকল্পনা ছিল- 'নতুন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো রাস্তা, ড্রেন ও সেচব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, স্যাটিটেশন, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।' আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ দেশের জনগণ। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে আরও সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের সমস্যার কথা শুনতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে স্থানীয় সরকারকে স্মার্ট ও আরও সেবামুখী করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ এদেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। গত পনেরো বছরে (২০০৯-২০২৩) ৭৫,৮২৫ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ১৭৬৭ টি ইউপি কমপ্লেক্স, ২৮৭৪ টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, ১৬৫৪টি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। একই সময়ে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ৮৯টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিপুল কর্মপ্রবাহ আজ দৃশ্যমান। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশে উন্নয়ন আরও দৃশ্যমান হবে এবং কর্মসংস্থানসহ সার্বিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ ও সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে নিবিষ্টভাবে কাজ করতে হবে।

আমি 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৪'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এ ঐতিহাসিক আয়োজন স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরও গতিশীল করবে। জনগুরুত্বপূর্ণ এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ শুভক্ষণে আমি দেশের জনগণসহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সোনার বাংলার রূপকার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সূচিত হয়েছিল। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অর্জনে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরন্তর কাজ করছে।

'স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার' এ প্রত্যয়কে সামনে রেখে দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ ও ৪৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদ কাঙ্খিত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতায় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তৃতকরণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ ও শহর অবকাঠামো নির্মাণ, ব্রিজ-কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, হাট-বাজার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। ওয়াসাসমূহ নগরবাসীর পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণে স্বীয় কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত করেছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ নগর অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ ঈপ্সিত নাগরিক সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অনলাইনে দেশে ও বিদেশে সেবা প্রদান করে চলেছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঐতিহাসিক এ দিনে আমি দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহম্মদ ইব্রাহিম

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা

শেখ হাসিনা ধরলা সেতু, কুড়িগ্রাম